ব্যক্তিক-সত্তা নির্মাণ ও দার্শনিক তন্ত্র : মূলস্রোত থেকে নারীবাদ

মনোজ নস্কর

নিবন্ধন ক্রম : AOOPH1200315

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

১. On what basis Kant and Hume have been selected as two sole representatives of mainstream Western Philosophy? Why others i.e., Descartes and Locke have been excluded? what is the criterion of this inclusion/exclusion?

বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য হলো নারীবাদী দৃষ্টিকোণ সাপেক্ষে ব্যক্তিক-সত্তার নির্মাণ ও দার্শনিক তন্ত্রের প্রকৃতির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করা যেতে পারে কিনা তার অনুসন্ধান। সমস্যা হলো মূলস্রোতে ব্যক্তিক-সত্তার নির্মাণ নিয়ে কোনো আখ্যানের খোঁজ পাওয়া যায় না, আবার নারীবাদে নেই কোনো সুনির্দিষ্ট দার্শনিক তন্ত্রের উপস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে করণীয় বিষয় দুটি, প্রথমত : মূলস্রোতের প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক তন্ত্রের ভিত্তিতে ব্যক্তিক-সত্তার স্বরূপ কী হতে পারে তা নির্ধারণ করা এবং দ্বিতীয়ত : নারীবাদে স্বীকৃত ব্যক্তিক-সত্তার স্বরূপের ভিত্তিতে রচিত দার্শনিক তন্ত্রের প্রকৃতি কীরূপ হতে পারে তা অনুসন্ধান করা।

উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় মূলস্রোত থেকে যে দুটি দার্শনিক তন্ত্র এই গবেষণায় আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে একটি হলো ইমানুয়েল কান্ট-এর দার্শনিক তন্ত্র এবং অপরটি হল ডেভিড হিউম-এর দার্শনিক তন্ত্র। এই নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় কোনোরকমের গ্রহণ বা বর্জনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্ব পায়নি। দার্শনিক তন্ত্র কীভাবে রচিত হতে পারে তার দুটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে মাত্র। যদিও মনে হতে পারে যে, এই দুটি দৃষ্টান্তই বা কেন উপস্থাপিত হল যেখানে মূলস্রোতে দার্শনিক তন্ত্রের কোনো অভাব নেই? একথা ঠিক যে, মূলস্রোতের দার্শনিকরা সর্বদাই তন্ত্র রচনার ব্যাপারে বেশ আগ্রহী, কিন্তু এই গবেষণায় দার্শনিক তন্ত্রের ব্যাপ্তিটিকে যেহেতু অধিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব, যুক্তিবিজ্ঞান ও নীতিবিদ্যা - দর্শনের এই শাখাগুলির মধ্যেই সীমিত রাখা হয়েছে, তাই প্রয়োজন ছিল এমন তন্ত্রের যেখানে দর্শনের উক্ত শাখাগুলির প্রতিটিতেই দার্শনিকদের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য

রয়েছে, যা দর্শন সমাজে সুপরিচিত এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরের প্রতিষ্ঠিত। অনুসন্ধান করলে দেখা যায় মূলস্রোতে সকল দার্শনিক, দর্শনের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ করে যে শাখাগুলি বর্তমান আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয় হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে সেই শাখাগুলি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রেখেছেন এমন নয়। তাই আলোচনার প্রয়োজনে কান্ট ও হিউম-এর দার্শনিক তন্ত্রই দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে, কারণ উভয় দার্শনিকই অধিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব, যুক্তিবিজ্ঞান ও নীতিবিদ্যা - দর্শনের এই শাখাগুলিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। উক্ত দার্শনিকদের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে কোনো বিবাদের পরিসর রচনার উদ্দেশ্য এক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

রেনে দেকার্ত আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক হিসাবে পরিচিতি লাভ করলেও, নীতিবিদ্যা সম্পর্কিত কোনো উল্লেখযোগ্য মতামতের সন্ধান আমরা পাই না একইভাবে জন লক অভিজ্ঞতাবাদের জনক রূপে খ্যাত ঠিকই, কিন্তু নীতিবিদ্যা ও যুক্তিবিজ্ঞান প্রসঙ্গে তাঁর মতামত দার্শনিক সমাজে যথেষ্ট সমাদৃত নয় বা প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরে তা নিয়ে বিশেষ আলোচনাও সাধারণত হয় না। এতদ সত্ত্বেও গবেষণার লক্ষ্য, পদ্ধতি ও পরিসর যদি ভিন্নভাবে রচিত হয়, তাহলে প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য দার্শনিক তন্ত্র দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপিত হতেই পারে।

২. As distinct from Aristotelian logic, can dialectical logic be considered as conductive to the understanding of radical feminism, since it destabilizes the rigid structure of metaphysics?

এইস্থলে অ্যারিস্টটলিয়ান যুক্তিবিজ্ঞানের পরিবর্তে যখন দ্বন্দ্বমূলক যুক্তিবিজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক যুক্তিবিজ্ঞানের কথাই বলা হয়েছে, যেহেতু প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে চরমপন্থী নারীবাদ-এর প্রেক্ষিত থেকে। মার্কস-এর দ্বন্দ্বমূলক যুক্তিবিজ্ঞান অ্যারিস্টটল-এর দ্বিমাত্রিক যুক্তিবিজ্ঞানের কাঠামোকে সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারে কি না, তা নিয়ে বিভিন্ন মার্কসপন্থীদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। মার্কসবাদীরা সাধারণত দ্বন্দ্বমূলক যুক্তিবিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে অন্য কোনো যুক্তিবিজ্ঞানকে মান্যতা দিতে চান না। তাঁরা p এবং ~p এই দ্বিকোটিক বিভাজন স্বীকার করেন না ঠিকই, কিন্তু তা শুধুমাত্র গতিশীলতা বা পরিবর্তনশীলতা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। অন্তত প্লেখানভ এমনটাই মনে করেন। কারণ ক্ষেত্রবিশেষে বস্তুর বিশেষ ধর্ম স্বীকার করতে হলে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করাটাই বাঞ্ছনীয়। বিরোধের স্থলগুলিতে p এবং ~p-এর যুগপৎ অবস্থান স্বীকার করা গেলেও যেস্থলে বিরোধ নেই সেই স্থলগুলিতে p এবং ~p যুগপৎ অবস্থান স্বীকার করা যায় না। বিরোধের মধ্যে দিয়ে যখন সাম্যতা আসবে তখন p ও ~p যুগপৎ অবস্থান থাকতে পারে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হতে পারে। উপরন্তু মার্কস বিশেষভাবে অর্থনৈতিক সাম্যতার সাপেক্ষে যুক্তি সাজিয়েছেন। সমাজ জীবনের অন্যান্য অনেক মাত্রা মার্কসবাদে উপেক্ষিত থেকে গেছে।

কোনো কোনো নারীবাদী যাঁরা মার্কস-এর মতবাদে বিশ্বাসী তাঁরা মনে করেছিলেন যে, মার্কসবাদ যদি সফল হয় তাহলে নারী মুক্তি ঘটবে, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। কারণ শ্রমিক (proletariat)-এর প্রান্তিকতা আর নারীর প্রান্তিকতা সমগোত্রীয় নয়,

শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের টানাপোড়েন আর নারী-পুরুষ সম্পর্কের টানাপোড়েন এক নয়। নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে বৈষম্য যেমন আছে, আবার প্রেম বা ভালোবাসার উপস্থিতিও লক্ষ করা যায়। তাই তাদের প্রতিবাদের ভাষা বা সমস্যা সমাধানের উপায় আলাদা। রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম তারা চাইবেন না। ফলে নারীবাদী যুক্তিবিজ্ঞানে সংযুক্ত সহাবস্থান ও পারস্পরিকতার ধারণাটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মার্কসবাদীরা পারস্পরিকতার দাবি জানাবেন না বা মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সংযুক্ত সহাবস্থান স্বীকার করবেন না।

পিতৃতন্ত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ই নিষ্পেষিত, তাদের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত। নারীর মতো পুরুষও চায় তার উপর চাপিয়ে দেওয়া ভূমিকা থেকে মুক্তি পেতে। অপরপক্ষে ধনতন্ত্রে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা মনে করেন যে, ধনী যারা তারা পীড়িত নয়, শুধুমাত্র শ্রমিক শ্রেণী পীড়িত। ফলে এক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে চরম বিচ্ছিন্নতা থেকেই যায়। মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক যুক্তিবিজ্ঞান অনুসরণ করলে দেখা যাবে, মুক্তি শ্রমিক শ্রেণী পাবে - মালিক শ্রেণী পায় না। এই কারণে চরমপন্থী নারীবাদীগণ এমন এক যুক্তিবিজ্ঞানের অনুসন্ধান করবেন যেখানে সংযুক্ত সহাবস্থান ও পারস্পরিকতার মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র নারী নয় মুক্তি পাবে পুরুষও। এখানেই ভ্যাল প্লামউড-এর যুক্তিবিজ্ঞানের অনন্যতা। তিনি '~'-এর ধারণার পরিবর্তন করে নারীকে অপর বলেন, কিন্তু অভাবযুক্ত অপর বলেন না, নারী ও পুরুষের মধ্যে সংযুক্ত সহাবস্থান ও পারস্পরিকতার সম্পর্ক স্বীকার করেন। চরমপন্থী নারীবাদীরা এমনটা মনে করেন না যে, দ্বিকোটিক বিভাজন না থাকলেই লিঙ্গ বৈষম্যের সমস্যার সমাধান ঘটবে। সুতরাং অনমনীয় আধিবিদ্যক কাঠামো বর্জন করতে পারলে বৈষম্যের অবসান হবে এমন নয়, সেইসঙ্গে সংযুক্ত সহাবস্থান ও পারস্পরিকতার সম্পর্কটিকেও বজায় রেখে চলতে হবে।

৩. In what sense can post modernism be regarded as a tool for understanding radical feminism?

চরমপন্থী নারীবাদীরা কীভাবে উত্তরাধুনিকতাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন, বা উত্তরাধুনিকতাবাদী মতাদর্শকে তাঁরা নিজেদের অবস্থান রচনার ক্ষেত্রে সাধন হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন কিনা, তা বুঝতে হলে উত্তরাধুনিকদের মূল বক্তব্যের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। সেইসঙ্গে উত্তরাধুনিকতাবাদীদের সঙ্গে চরমপন্থী নারীবাদের পার্থক্যও লক্ষণীয় একটি বিষয়।

উত্তরাধুনিকতাবাদীরা ধ্রুপদী আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের সর্বজনীন যুক্তির ধারণা খারিজ করে দেন। কোনো গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ অর্থাৎ সভ্যতার বিকাশের মূলে কোনো একটি কাহিনী বা গল্প আছে বলে তাঁরা স্বীকার করেন না। এক্ষেত্রে কোনো কাহিনী নেই এমন দাবি তাঁরা করেন না। বস্তুত অনেকগুলো কাহিনীর অস্তিত্ব তাঁরা স্বীকার করেন। কোনোকিছুকেই তাঁরা চিরন্তন সত্য বলে মনে করেন না, সমস্ত অবস্থান বা কাহিনীকে প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করানোর পক্ষপাতী। সেই কারণে উত্তরাধুনিকতাবাদীরা চূড়ান্ত আপেক্ষিকতায় বিশ্বাসী, স্থায়ী বলে কোনোকিছুর অস্তিত্ব তাঁরা মানেন না। ক্রমাগত অনুসন্ধান ও বিচার পদ্ধতির মাধ্যমেই তাঁরা তাত্ত্বিক পরিসর রচনা করতে আগ্রহী। এই কারণে উত্তরাধুনিকতাবাদীরা বহুত্ববাদে বিশ্বাসী, তাঁরা মনে করেন কোনো লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় একান্ত নয় অনেকান্ত। আধুনিকতার বিপক্ষে এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য উত্তরাধুনিকদের অবস্থানকে চূড়ান্ত চরমপন্থী বলেও মনে করা হয়। উত্তরাধুনিকতাবাদে কোনো প্রতিষ্ঠিত বা স্বীকৃত তাত্ত্বিক অবস্থানই প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা বিনির্মাণের কথা বলেন। এই বিনির্মাণের অর্থ ধ্বংস নয়, বরং

তা হল এক নতুন ধরনের নির্মাণ, যার ইতি টানা যায় না - সর্বদাই আপেক্ষিক অর্থাৎ পরিবর্তনশীল।

উত্তরাধুনিকতাবাদীদের অনুসরণ করে চরমপন্থী নারীবাদীরাও মনে করেন যে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিনির্মাণ প্রয়োজন। তাঁদের মতে নারী, নারী হয়ে ওঠে সামাজিক –সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রসঙ্গেও উভয় মতের সাযুজ্য বর্তমান। সমস্যা হল উত্তরাধুনিকতাবাদীরা গ্রান্ড ন্যারেটিভের কথা অস্বীকার করে যখন অনেকান্ত ব্যাখ্যার সাপেক্ষে কথা বলেন, তখন তাঁরা প্রকার(category)–এর বদলে প্রকার বিরোধী(anti categorical) অবস্থান নিয়ে থাকেন। কিন্তু প্রকার স্বীকার না করলে নারীবাদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। ফলত নারী–পুরুষের পার্থক্য ঝাপসা হয়ে যাবে। সেইকারণে নারীবাদে কৌশলগত প্রকার (strategic category) স্বীকার করা হয়, তা না হলে নারীবাদী তাত্ত্বিক অবস্থান অর্থহীন। সুতরাং লিঙ্গ সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনায় কৌশলগত প্রকার–এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য হয়ে পড়ে। লক্ষ্য করা যায় যে, চরমপন্থী নারীবাদীরা উত্তরাধুনিকতাবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লক্ষ্য সাধনের উপায় খুঁজে পেলেও, তাঁরা ওই মতের সঙ্গে বহুলাংশে সহমত, সম্পূর্ণত কখনোই নয়।

৪. Would you considered Nietzsche as an important source for explaining radical feminism, notwithstanding his alleged misogynist bias?

নীটশে – এর কথা বলতে হলে, নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথমেই তাঁর নারী বিদ্বেষমূলক বিভিন্ন উক্তির কথা মনে পড়ে যায়। শুধুমাত্র নীটশে নয়, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, মূলস্রোতের বহু দার্শনিক এই গোত্রের মধ্যেই পড়েন যাঁদের তাত্ত্বিক অবস্থান সাক্ষাৎভাবে নারী বিদ্বেষমূলক বা তাত্ত্বিক অবস্থানে বিদ্বেষের আভাস পাওয়া না গেলেও, কেউ কেউ বিশেষ যত্ন সহকারে নারী জাতির প্রতি পক্ষপাত বা বিদ্বেষমূলক অবস্থান গ্রহণ করেছেন। নীটশে – এর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কিছু নারীবাদী তাত্ত্বিক মনে করেন মূলস্রোতের বিভিন্ন চিন্তকের নারী বিষয়ক বিদ্বেষমূলক উক্তিগুলি যদি অগ্রাহ্য করা যায়, তাহলে সেই তাত্ত্বিক অবস্থান নারীবাদ-এর সহায়ক হতে পারে।

চরমপন্থী নারীবাদীদের তথা যেকোনো নারীবাদী অবস্থানের অপরিহার্য লক্ষ্য হলো লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান, তার উপায় যাই হোক না কেন। সেক্ষেত্রে যেকোনো চরমপন্থী অবস্থান আদপেও চরমপন্থী নারীবাদী অবস্থান নাও হতে পারে। চরমপন্থী নারীবাদী অবস্থান থেকে নারীর প্রতি পক্ষপাত বা বিদ্বেষমূলক মনোভাবকে তত্ত্বের সম্পাদিত দোষ (error of commission) হিসাবেই দেখা হয়। সুতরাং কোনো তাত্ত্বিকের উক্তি যদি নারী বৈষম্যমূলক হয়, তাহলে সাধারণত নারীবাদে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বা মান্যতা হ্রাস পাওয়াটা অযৌক্তিক তো নয়ই ,বরং বাঞ্ছনীয় বলেই মনে করা যেতে পারে।

নীটশে যেভাবে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের সত্যতা, বিষয়নিষ্ঠতা, যৌক্তিকতা ইত্যাদি ধারণাগুলিকে সমালোচনা করেছেন, ইদানীং কোনো কোনো নারীবাদী তাত্ত্বিক তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন। পাশাপাশি, তাঁর *The Gay Science (1882,1887)* নামক গ্রন্থে নিবদ্ধ নারী বিদ্বেষমূলক উক্তিগুলিও যেকোনো নারীবাদী অবস্থান থেকেই নিন্দনীয় হওয়া উচিত। যেমন নীটশে মনে করেন যে, নারীসুলভ গুণগুলি বাস্তবে

তাদের অক্ষমতা বা খামতিকেই নির্দেশ করে। আবার তিনি এমনও বলে থাকেন যে, মেয়েরা আবেগপ্রবণ এবং তাদের মধ্যে একপ্রকার পাশবিক বৃত্তি থাকার দরুন তাদের শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসা যায় না, এমনকি তাদের কোনো মালিকানা ভোগ করার সামর্থ্যটুকুও থাকে না।

নীটশে আরোও মনে করেন যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার যে কাঠামো বিদ্যমান তা প্রকৃতির বিধি দ্বারা নিয়মিত এবং সামাজিক লিঙ্গ ব্যবস্থা জৈবিকভাবেই নির্ধারিত হয়ে থাকে বলেই তাঁর অভিমত। এই স্তরে স্পষ্টতই নারীবাদীদের, বিশেষ করে চরমপন্থী নারীবাদীদের সঙ্গে নীটশে – এর বক্তব্যের বৈপরীত্য প্রকট হয়ে ওঠে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে নীটশে – এর অবস্থান নারীবাদী রাজনীতির পরিপন্থী বলেই মনে হয়। যদিও একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, অনেক নারীবাদী গবেষণায় নীটশে-এর চরমপন্থী অবস্থানকে সাধন হিসাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে ঠিকই, কিন্তু এই গবেষণায় নারীবাদী দর্শনতন্ত্র গঠনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নারীবাদীদের বক্তব্যের দিকেই দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। তাঁরা পূর্বতন কোনো তাত্ত্বিক অবস্থান দ্বারা কীভাবে প্রভাবিত বা আদৌ প্রভাবিত কিনা তার উৎস অনুসন্ধান করা হয়নি।